R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSL—4

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে মাঘ বুধবার, ১৩৯০ সাল
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, সডাক ১৩্

বাস লুঠের কিনারায় রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে

বিশেষ সংবাদদাতা : সন্ন্যাসীডাঙ্গার কাছে 'গণপতি' বাস লুঠের সঙ্গে জড়িত লুঠেরাদের খোঁজে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ব্যাপক তল্লাসী শুরু করেছেন। জনকয় কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদও চলেছে পুরোদমে। ঠিক কারা কারা এই লুঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ এখনও এ সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। তবে ওসি স্বদেশ সরকার বলেছেন, বাস লুঠের 'ক্লু' তারা যেভাবেই হোক উদ্ধার করবেন। গত সপ্তাহে লালগোলার কাছে একটি বাস লুঠের পরিপ্রেক্ষিতে রঘুনাথগঞ্জে যে বিক্ষোভ ও বনধ্ পালিত হয় জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাস খবরের কাগজে এ সংবাদ দেখে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। বিক্ষোভের দিন এস ডি পি ও শহরে ছিলেন না। দু'দিন পর ফিরে এসেই খবরটি তিনি জানতে পারেন। এ নিয়ে মঙ্গলবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার অফিসারদের সঙ্গে তাঁর একটি বৈঠক হয়। এবং এর পরপরই ওসি স্বদেশ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ক্রিমিনালদের ধরতে ব্যাপক অভিযান শুরু করেন। আইলের উপর গ্রামের এক বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনায় লালগোলার এক ডাকাতকে হাতেনাতে ধরার সূত্র নিয়েই রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ এই চিরুনী বাছাই অভিযান চালাচ্ছেন। পুলিশের বিশ্বাস, এই বাস লুঠের হদিশ তারা শেষ পর্যন্ত করতে সক্ষম হবেন। ওসি এই গ্রেপ্তারের ব্যাপারে এখনই সংবাদপত্রের কাছে কোনোরকম মুখ খুলতে চাইছেন না। তাঁর এখনও ধারণা লালগোলার বাস লুঠেরাদের সঙ্গে সন্ন্যাসী-ডাঙ্গার লুঠেরাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সবকিছুই বিস্তারিত তদন্ত সাপেক্ষ। জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত দুটোই চলছে। এদিকে লালগোলার কাছে 'নীলরতন' বাস ডাকাতির ঘটনায় এ পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লুন্ঠিত প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সামগ্রীর মধ্যে নগদ ও কিছু সামগ্রী মিলিয়ে মাত্র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাস লুঠে জড়িয়ে এম এল এ'র আত্মীয়রাও, ডাকাতদের জামিন নিতে উকিলরা নারাজ

বিশেষ সংবাদদাতা : আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রশ্নে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আরও একটি জীপ গাড়ী এবং জনা দশেক অতিরিক্ত ফোর্সের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ মহকুমা শহর হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ থানার কাজকর্ম চালানো বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাত্রির বাসে পুলিশী ব্যবস্থা করার ফলে ফোর্সের প্রয়োজন এখন আরও বেশী করে দেখা দিয়েছে। এদিকে লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জে বাস লুঠের ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন কংগ্রেস-ই সমর্থক ও কর্ম্মী রয়েছেন বলে পুলিশী সূত্রে জানা গেছে। দু ব্যক্তির সঙ্গে আবার দু'জন এম এল এ'র নাকি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। তবে পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক না আনায় ভাল। কারণ এর ফলে ডাকাতরা রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হবে।

অন্যদিকে সন্ন্যাসীডাঙ্গায় বাস লুঠের ব্যাপারে ধৃত এবং জড়িত ডাকাতদের হয়ে আদালতে দাঁড়াতে জঙ্গিপুরের আইনজীবীরা রাজী হননি। আইনজীবীরা সম্মিলিতভাবে এই বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শহরবাসীদের মধ্যে অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পুলিশও আইনজীবীদের এই সিদ্ধান্তে খুশী। পুলিশের মতে, ক্রাইম বন্ধে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কিছুটা কাজে আসবে।

কংগ্রেসীরা আক্রান্ত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : গত কিছু দিনে মুরশিদাবাদ জেলায় ১৭ জন কংগ্রেস কর্ম্মী সি পি এম কর্ম্মীদের হাতে নিহত হয়েছেন বলে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দগোপাল মুখারজি অভি-যোগ করেছেন। ৩০ জানুয়ারী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক সভায় ভাষণ দিতে আনন্দবাবু মুরশিদাবাদে আসেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইন শৃংখলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে কংগ্রেসীদের হয়রান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নবগ্রামের কাছে ইটোর গ্রামে কালাচাঁদ মণ্ডল নামে এক কংগ্রেস কর্ম্মীকে হত্যা করে তার কাটা মুণ্ড নিয়ে একদল লোক নৃত্য করেছে। অথচ পুলিশ কিছু করছে না। আনন্দবাবুর মতে, হত্যাকারীরা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে সি পি এম কংগ্রেসে খণ্ডযুদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রবিবার খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোকে কেন্দ্র করে ধুলিয়ান বি ডি ও অফিসে সি পি এম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ খণ্ডযুদ্ধ চলে। এই খণ্ড-যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ইঁট ও পাথর ছোঁড়ার ফলে প্রায় ১৫ ব্যক্তি জখম হন। পরে পুলিশ এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে। অভিযোগ, ওই এলাকায় বসবাসকারী বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অন্যদিকে কমবয়সী ছেলেদের ব্যাপকভাবে নতুন ভোটার করা হয়েছে। এই নিয়েই রবিবারের বচসা ও খণ্ডযুদ্ধ।

দুটি গ্রামে ডাকাতি, বেঁধে রেখে লুটপাট

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় গত এক সপ্তাহে দুটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একটি সংঘটিত হয়েছে সামসেরগঞ্জ থানার সুলিতলা গ্রামে। অন্যটি রঘুনাথগঞ্জ থানার আইলের উপরে। অবশ্য রঘুনাথ-গঞ্জ পুলিশ আইলের উপর গ্রামের ডাকাতিতে হাতেনাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে লুণ্ঠিত কিছু সামগ্রী উদ্ধার করেছেন বলে জানা গেছে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ী লাল-গোলার এক গ্রামে। ডাকাত দলটি গৃহস্বামীকে বেঁধে রেখে মারধোর করে লুটপাট চালিয়ে পালাবার পথে পুলিশ তাড়া করে একজনকে ধরে ফেলে। সামসের-গঞ্জের সুলিতলা গ্রামের ডাকাতিতেও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে মাঘ বুধবার, ১৩৯০ সাল।

বাগ্দেবী আরাধনা

শীতের কুহেলি ঘেরা সকাল যদিও এখনও তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নাই। তথাপি তাহার অন্তিমকাল যে আসন্ন তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে চ্যুতমুকুলের আবির্ভাবে, কোকিলের কুহুস্বরে আর তরুণদের বাগ্দেবী আরাধনার চঞ্চল প্রচারে। ভীত-ত্রস্ত নাগরিকবৃন্দ ভয়ে ভয়ে দিনাতিপাত করিতেছেন কখন কোন ক্লাব বা সমিতি তাঁহাদের দ্বারে সরবে উপস্থিত হইবে সাধ্যাতিরিক্ত চাঁদার দাবী লইয়া। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্' বিদ্যা বিনয় দান করে। ইহা শাস্ত্র বাক্য। কিন্তু এই কলিযুগে বাগ্দেবীর আরাধনা বিদ্যা লাভের জন্যই শুধু অনুষ্ঠিত হয় ইহা মনে করা ভুল। বাঙ্গালীর হুজুগপ্রিয় মনের শত উৎসবের একটি বাৎসরিক উৎসব এই বাসন্তী সরস্বতী পূজা। ছাত্র কিংবা সাহিত্যানুরাগীরাই যে এই দেবী আরাধনায় ব্রতী হয়েন তাহা নহে। যে কোন ক্লাব বা সংগঠনভুক্ত শিক্ষা বা ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য সভ্যরাও শুধু উৎসবের খাতিরে বাগ্দেবী আরাধনায় ব্রতী হয়েন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের দাপটে চাঁদা আদায়ও হয় সর্ব্বাধিক। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী ও ছাত্র সংগঠনের অপেক্ষা ঐ সমস্ত ক্লাবের পূজা প্যাণ্ডেলে মঞ্চসজ্জা ও আনন্দ উপকরণের ব্যবস্থা বেশিই দেখা যায়। ফলতঃ জনসমাগমও ঐ সব স্থানে অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই জনসমাগমকে জনসমর্থন চিন্তা করিয়া ক্লাবের কর্ত্তা ব্যক্তিগণ উৎসাহিত হইয়া পর বৎসর আরও উদ্দীপনার সঙ্গে অত্যাধিক ব্যয়বহুল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ও জনসাধারণের উপর চাঁদার জুলুম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন। বর্ত্তমানে এই অব্যবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে সাধারণ গৃহস্থ পূজা উৎসবের মাস সমাগত হইলেই দুঃস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। এবং এই অবস্থার প্রতিকার ব্যবস্থা উদ্ভাবনে অযথা মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করেন। প্রায়শঃই যে কোন ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে—পূজা ইত্যাদি উঠিয়া যাওয়াই উচিৎ কেননা গরীব জনসাধারণের উপর পূজার নামে যে চাঁদার জুলুম হয় তাহা সহ্যসীমা অতিক্রান্ত। এই ভাবনা অবশ্য যে একান্তই অর্থহীন তাহাও নহে। সত্যই এই প্রলয়ঙ্কর জুলুম সাধারণ নাগরিক জীবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনা করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার কি এবং কেমন ভাবে, তাহার সুস্থ চিন্তা কেহ করিতেছেন কি? সুস্থ চিন্তা এই কারণেই বলিতেছি যে শুধুমাত্র নির্বোধ বাধাদান বা যুবক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া এই যৌবন তরঙ্গ রোধ করা সম্ভব নয়। এই অসুস্থ অবস্থা হইতে প্রতিকার পাইতে হইলে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আনন্দ উৎসবের বিরুদ্ধে 'বয়কট' মনোবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ 'কেহ কোন পূজামণ্ডপে যাইব না' প্রতিজ্ঞা লইতে হইবে। জনগণ যদি পূজামণ্ডপে তাদের গতায়াত বন্ধ করেন তাহা হইলে অযথা মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসবের উদ্দীপনার প্রতিযোগিতা সাধারণ ভাবেই বন্ধ হইতে বাধ্য। এবং সে অবস্থায় উৎসাহী যুবকবৃন্দও সহজেই অযথা অর্থ ব্যয়ে আর উৎসাহবোধ করিবে না। ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে পূজামণ্ডপের বর্দ্ধিষ্ণু অপব্যয়ের অবসান ঘটিবে। জনমনের সংগঠিত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়া সজাগ করিয়া তুলিবে। তখন সেই সমস্ত চঞ্চল যুবমনে সুস্থ চিন্তার প্রত্যাবর্তন ঘটাইয়া এই অযথা অর্থব্যয় সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিবে। ধীরে ধীরে যুবক শ্রেণী অসুস্থ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ সত্যকারের বিনয়ী মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া বাগ্দেবীর প্রকৃষ্ঠ সন্তান হইয়া উঠিবে।

বাস যাত্রীদের দুর্গতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা বহরমপুর ভায়া রঘুনাথগঞ্জ সাগরদীঘি 'শুভলক্ষ্মী' বাসটি দীর্ঘদিন থেকে এই এস, এম, জি, আর রোডে না চলায় এই লাইনের অফিস কর্মচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ যাত্রীরা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। বাসটি সকাল ৯-২৫ মিঃ রঘুনাথগঞ্জ থেকে ছাড়ে। সাগরদীঘির অফিস কর্মচারীরা এই বাসে যাতায়াত করেন। চাঁদপাড়া, মনিগ্রাম ছামুগ্রাম থেকে স্কুলের বহু ছাত্র-ছাত্রীরা এই বাসে হুড়হুড়ি, সাগরদীঘি স্কুল যায়। আবার চারটায় এই বাসেই ফিরে আসে। দীর্ঘদিন থেকে এই বাসটি বন্ধ থাকার ফলে অফিস কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ যাত্রীদের দুর্গতির সীমা নাই।

কেরোসিনে আকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের গ্রামাঞ্চলে গত ১৪ জানুয়ারী থেকে ভয়াবহ কেরোসিনে আকাল দেখা দিয়েছে। কোন এম, আর, ডিলারের কাছ থেকে কেরোসিন মিলছে না। ফলে গ্রামে অন্ধকার। কোন কোন মুদির দোকানে ছয় টাকা লিটার দরে পাওয়া গেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। গ্রামে আলো দেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করলেও ২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অন্ধকার ছিল।

শ্রীবিষ্ণু-তর্পণ

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী সারস্বত সমাজে এক আদরণীয় নাম। শিক্ষক, বাগ্মী, বৈষ্ণবভাবুক কবি তিনি। ছাত্র ও শিক্ষক মহলে তাঁর বৈদগ্ধ্য ও শিক্ষাদাননৈপুণ্য তাঁকে পরম প্রিয় করে তুলেছিল। ইংরেজি সাহিত্যই হোক বা ব্যাকরণই হোক পাঠদানকে সরস করে তোলা এবং শিক্ষার্থীর মনে একটি বিশেষ ছাপ দেওয়ার যে টেকনিক, সেটা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। আর অনন্যসাধারণ। মনে আছে, বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টায় ছাত্রদের মন যখন বাড়ী ফেরার জন্যে উন্মুক, স্যর ইংরেজীর কোন বিষয় পড়াতে শুরু করেছেন সে সময়। আর কোন্ এক ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব পড়ে যেত শ্রেণীকক্ষে; ঘন ঘন ঘড়িপানে চাওয়া দূরে থাক, সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত সে পাঠদান। ঘণ্টা বেজে যেত, আরও পাঁচ-দশ মিনিট অতিরিক্ত সময় পড়িয়ে যখন ছুটি দিতেন, ভাবতাম, আরও একটু পড়ালে পারতেন স্যর। যেন অতৃপ্তি নিয়ে বাড়ী ফেরা। আবার কোন কোন দিন দিতেন একদম ছুটি। সে দিনটা কী খারাপই না লাগত, পরবর্ত্তী কালে নানা শিক্ষকের সঙ্গে মিলবার সুযোগ যখন হল, তখন দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ একটা শ্রদ্ধা প্রত্যেকের মধ্যে।

মাষ্টারমশাই বাগ্মী মানুষও ছিলেন। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তাঁর একাধিক বক্তৃতা বিমুগ্ধ হয়ে শুনেছি যদিও তখন বোধশক্তিটা নিতান্ত কাঁচা ছিল। কিন্তু যৌবনকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর নানা বিষয়ে ভাষণ, যাকে এক্স্টেম্পোর বলা যায়, শুনে বিস্মিত হয়েছি। গর্বও হয়েছিল যে, এঁরই পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

আরও পরবর্তীকালে মাষ্টারমশাই দু দফাই আমাদের বাড়ী এসে নিজে হতে আমার স্বর্গত পিতৃদেবকে 'দেবী বিষ্ণু প্রিয়া' এবং 'বিরহি মাধব' উপহার দিয়ে বলেছিলেন —'কীর্তন ও ভাগবতকথকতা করেন, আমার এ কাব্যগ্রন্থ দুটি থেকে কিছু মশলা নেবেন।' মাষ্টারমশাই কোন্ সময় যে আমার বাবার কীর্তন ও ভাগবতকথকতার আসরে যোগ দিয়েছিলেন জানি না, তবে আমার পিতৃদেব উক্ত কাব্যগ্রন্থ দুখানি শুধু নয়, স্যরের 'লীলাসঙ্গী' গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করেছিলেন এবং স্যরের অনুরোধ মত এগুলির ব্যবহারও করতেন।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিষ্ণু তর্পণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পিতৃদেবের আগ্রহে নিজেও সংক্রমিত হয়েছিলাম। 'দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য খুব মূল্যবান বলেই মনে করি। তিনি বলেছেন—'বিরাট ও বিচিত্র বৈষ্ণবকাব্যদর্শনইতিহাসসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যপ্রেয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে নীরবতা বিস্ময়াবহ ও অস্বস্তিকর।.........কবি বিষ্ণু-সরস্বতীর 'দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া' কাব্যে চৈতন্যদেবের সমস্ত জীবনসাধন বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার বঞ্চিত জীবনের সংযমিত বেদনাবোধ ও কোমল স্মৃতিরোমন্থনের মাধ্যমে আলোচিত হইয়াছে। বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে যে কোন দিন একটি কথাও বলে নাই, নিজ নীরব হৃদয়বেদনা লইয়া অন্তরালে পরিপাক করিয়াছে, বৈষ্ণব পদ-কর্তারা যাহার মর্মব্যথা তাহাদের অপরূপ কাব্যাস্বাদের মধ্যে অণু-রণিত করেন নাই, বৈষ্ণব জীবনীকারগোষ্ঠী না তত্ত্ব, না তথ্য কোনও দিক দিয়াই যাহাকে মূকঅভিনন্দন-অতিরিক্ত কোনও প্রকাশমর্যাদা দেন নাই, পাঁচশত বৎসর পরে আধুনিক যুগের এক কবির রচনায় ভাষাহীন বিষাদ-প্রতিমা আজ কথা কহিয়া উঠিয়াছে।' নূতন এক আলোক-সম্পাতে শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর অন্যান্য রচনা পড়তে পরম আগ্রহী হই। সর্বত্র নব-নব চিন্তার খোরাক পেয়েছি।

কবির জন্মদিন শ্রীপঞ্চমী তিথিতে। কবি কৃত্তিবাসের জন্ম এই শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই। শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী জীবনে জ্ঞান-দায়িনী বাগ্দেবীর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণ দর্শন, ইংরেজী সাহিত্যের নানা দিক, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতিতে যথেষ্ট বুৎপন্ন ছিলেন তিনি। তাঁর জন্মদিনে এখানে স্থানীয়ভাবে কোন অনুষ্ঠান হওয়া উচিত বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কবির উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের প্রণতি নিবেদন করছি।

টম-টম-ড্রাইভার্স ইউনিয়নের কনভেনশন

ধুলিয়ান ঃ গত ৩১ জানুয়ারী এখানে থানার সামনের ময়দানে সি, আই, টি, ইউ পরিচালিত ধুলিয়ান—পাকুড় টম টম ড্রইভার্স ইউনিয়নের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকায় প্রায় সহস্রাধিক টম-টম বা ঘোড়া গাড়ী থাকা সত্ত্বেও কনভেনশনে মাত্র ২০-২৫টি গাড়ী উপস্থিত ছিল। এই ইউনিয়নটি দীর্ঘদিন ধরে সি পি এমের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বিগত ২০ বছরে টম টম চালকদের স্বার্থে কোন কাজ না হওয়ার ফলে গত দু মাস পূর্ব্বে তারা বামফ্রন্টের অন্য শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে নতুন ইউনিয়নের পতাকা-তলে সমবেত হয়।

বসত বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়া পল্লীতে সদর রাস্তার উপর দোতলা একটি বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীগুরু হোমিও হল
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক ঃ—

এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেডঅফিস ঃ সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাজার দশেক টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ দাবী করেছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কুখ্যাত ডাকাত মোক্তার সেখ, গঙ্গাপ্রসাদের সিরাজ সেখ এবং ইছাখালির নূর মহম্মদও রয়েছে। এদের কাছ থেকে ঝোলা-ভর্তি বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্রও মিলেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে এই ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক কুখ্যাত ডাকাতকে লালগোলা থানার একজন সাব-ইনস্পেকটর প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। লালগোলার বিভিন্ন মহলে এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। প্রশ্রয়দাতা ওই দারোগার হাতেই ৩০ জানুয়ারী বাস লুঠের মামলাটির তদন্ত ভার পড়ায় এ নিয়ে জোর গুঞ্জন উঠেছে। এস পি দুলাল বিশ্বাসকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অবিলম্বে তদন্তকারী অফিসারকে পরিবর্তনের দাবীও করা হয়েছে।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ তথ্য অফিসের সন্নিকটে ভদ্র পরিবেশে পাঁচ শতক জায়গার উপর একটি দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে। অনুসন্ধান করুন।

রামেন্দ্রসুন্দর রায়
গ্রাম বীরথণ্ডা, পোঃ বাড়ালা (মুর্শিদাবাদ)

দুটি গ্রামে ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ সন্দেহক্রমে দু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ৬ ফেব্রুয়ারী মাঝরাতে ওই গ্রামের সাইদুল বিশ্বাসের বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাত দলটি চড়াও হয়ে লুঠপাট চালিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ পরে দু'জনকে সন্দেহক্রমে ধরে। ধৃতদের মধ্যে একজন সামসেরগঞ্জ থানা এলাকার। অন্যজন ফরাক্কার। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন এম এল এ ও গণফ্রন্ট নেতা জেরাত আলি। তাঁর মতে, ডাকাতদের ধরতে না পেরে পুলিশ দু'জন নিরীহকে ধরে চালান দিয়েছে

কংগ্রেসীরা আক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সি পি এমের কর্মী। বিকেলে আনন্দবাবু এম এল এ আব্দুস সাত্তারকে সঙ্গে নিয়ে ইটোর গ্রামে যান। এবং নিহত ব্যক্তির পরিজন-দের হাতে নগদ ২ হাজার টাকা ও ১৫ মন ধান সাহায্য স্বরূপ তুলে দেন।

ON N. I. T. No. 2 of 1983-84

(CORRIGENDUM)

In continuation to this office no. 2227 (26) dt. 23-12-84 regarding tender notice no. 2 of 1983-84, it is notified for all concerned that the last date of receipt of applicaiton for the tender form will be 22-2-84 upto 1.00 P. M. instead of 2-2-84 upto 1.00 P. M. and the last date for dropping of tenders will be 24-2-84 upto 3.00 P. M. instead of 4-2-84 upto 3.00 P. M.

Other terms and conditions remain unaltered.

Sd/—**B. K. Dasgupta**
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
Raghunathganj, Murshidabad.

খুন, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোমবার বাসুদেবপুর গ্রামে নেজামুদ্দিন (২৪) নামে এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, মেয়েঘটিত ঘটনায় গ্রাম্য সালিশী চলাকালীন অভিযুক্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে নেজামুদ্দিনের বচসা থেকেই এই ঘটনা। ঐ দিনের সালিশীতে ওয়াহেদ মোমিনকে কুকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫শো টাকা জরিমানা করা হলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। এবং তা নিয়ে বচসা শুরু হয়। এরই পরিণতিতে নেজামুদ্দিন খুন হন। এ ব্যাপারে সামসেরগঞ্জ পুলিশ ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

গভঃ রেজিঃ নং ২১।১৩।৯০০৯

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পাণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পাণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।